সংবাদপত্র বিষয়ক আইন

জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা-২০১৪

[উপমহাদেশের উচ্চ আদালতের নজিরসহ]



পি. এম. সিরাজুল ইসলাম (সিরাজ প্রামাণিক)

কামরুল বুক হাউস
KBH
ঢাকা-চট্টগ্রাম

সূচিপত্র

সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা নিয়ন্ত্রনমূলক আইন..... ১

যে সকল আইন দ্বারা সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় ১

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নজির ১৮

আদালত অবমাননা, কোর্ট রিপোর্টিং ও আমাদের সংবাদপত্র, সাংবাদিকতা ২৬

সংসদ, সাংবাদিক ও সংসদ কার্যবিবরণীর উপর রিপোর্ট রচনা..... ৪০

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার ও আমাদের সংবিধান ৪৪

সাংবাদিক, ব্লগার ও যে কোন লেখককে যে নীতিমালা মেনে চলতে হয় ৬১

তথ্য প্রযুক্তি ও সন্ত্রাসবিরোধী আইন মত প্রকাশের স্বাধীনতা বিরোধী ৬৬

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের সংক্ষিপ্ত রুপ..... ৭৬

প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট ১৯৭৪ এর এর ইংরেজি ও বাংলা ভার্সন..... ৮০

প্রেস কাউন্সিলে অভিযোগ দায়ের করার নিয়মাবলী ৯৬

বাংলাদেশের সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা এবং সাংবাদিকের জন্য অনুসরণীয় আচরণবিধি, ১৯৯৩ (২০০২ সাল সংশোধিত)..... ৯৯

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক নাগরিক সেবাসমূহ ১০৭

প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন নীতিমালা..... ১১২

প্রেস কাউন্সিলের কতিপয় রায়..... ১২১

দৈনিক প্রথম আলোর সম্পাদক কর্তৃক বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলে কালের কণ্ঠের বিরুদ্ধে আনীত মামলার রায়ের সার সংক্ষেপ..... ১২১

প্রথম আলো কর্তৃক বাংলাদেশে প্রেস কাউন্সিলে কালের কণ্ঠের বিরুদ্ধে একটি মামলার রায়ের ইংরেজি রুপ ১২৭

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলে দৈনিক সমকালের বিরুদ্ধে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের মহাপরিচালক হাবিবুর রহমানের করা একটি মামলার রায়..... ১৩৫

CamScanner

একটি (প্রস্তাবিত) পত্রিকার সম্পাদক কর্তৃক জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশের প্রতি সংক্ষুব্ধ হয়ে প্রেস কাউন্সিলের নিকট দায়েরকৃত মামলার প্রেস এপিলেট বোর্ডের রায় ১৪৫
জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিলের আদেশে সংক্ষুব্ধ পক্ষের প্রেস কাউন্সিলের এপিলেট বোর্ডের রায় ১৫০

ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধিকরণ) আইন ১৫৫
ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধিকরণ) আইন, ১৯৭৩ এর ইংরেজি ও বাংলা ভার্সন ১৫৫
সংবাদপত্র প্রকাশ করা জন্য যেভাবে আবেদনপত্র লিখতে হয় ১৮৬
সংবাদপত্র প্রকাশে প্রেসের সাথে চুক্তিপত্র নমুনা ১৮৯

তথ্য আইন ও সাংবাদিকতা ১৯১
তথ্য অধিকার আইন, সাংবাদিকতা ও প্রাসঙ্গিক কথা ১৯১
তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ..... ২০০
তথ্য অধিকার বিধিমালা-২০০৯ ও তথ্যের বিভিন্ন আবেদন নমুনা ২২২
জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১ ..... ২৩১

মানহানি প্রসঙ্গে ২৩৭
সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে মানহানি বিষয়ে আইন কমিশনের সুপারিশ. ২৫৬
মানহানি সংবাদ প্রকাশ ও উপমহাদেশের বিভিন্ন আদালতের নজির ২৬৪
জনকণ্ঠের বিরুদ্ধে কুষ্টিয়া আদালতে একটি মানহানি মামলার বাস্তব নালিশী আরজি ২৬৭
জনকণ্ঠের বিরুদ্ধে কুষ্টিয়া আদালতে একটি মানহানির ক্ষতিপূরণ বাবদ একটি দেওয়ানী মামলার বাস্তব আরজি ২৭৯

রাষ্ট্রদ্রোহ ২৮৭
দণ্ডবিধির যে ধারা সংবাদপত্রকে স্পর্শ করে, রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার দিকে নিয়ে যায় ২৮৭
সরকারের সমালোচনা ও উচ্চ আদালতের নজির ৩০২

অশ্লীল ৩০৫
যা অশ্লীল, তার প্রকাশ অবৈধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ ৩০৫

কপিরাইট আইন ৩১৮
বাংলাদেশে কপিরাইট আইন : সংজ্ঞা, সমীক্ষা ও বিশ্লেষণ ৩১৮

CamScanner

গণশান্তির নামে প্ররোচনা ৩৪৫
সংবাদপত্র বা ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রন করার ধারাসমূহ ৩৪৫
সংবাদপত্রের যে রিপোর্ট বা বিবৃতিকে দণ্ডবিধির নিম্নোক্ত ধারা দ্বারা নিয়ন্ত্রন করা হয় ৩৬৩
সংবাদক্ষেত্রে রাষ্ট্রদ্রোহিতার জন্য ফৌজদারি কার্যবিধি প্রয়োগ ৩৬৬
ফৌজদারি আইনের ১৪৪ ধারা ও সংবাদপত্রের রিপোর্ট ৩৬৮

ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত ৩৭২
সাংবাদিকতায় ব্লাসফেমি আইন কিংবা ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত ও আমাদের বাংলাদেশ ৩৭২
ধর্ম অবমাননাকারী এক লেখকের বিরুদ্ধে কুষ্টিয়া আদালতে দায়েরকৃত একটি মামলার বাস্তব নালিশী আরজি ৩৮০

নির্বাচন সংক্রান্ত মিথ্যা বিবৃতি ৩৮২
নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে মিথ্যা বিবৃতিদান ৩৮২

টেলিভিশন আইন ৩৮৫
বাংলাদেশ টেলিভিশনের জন্য টেরেস্ট্রিয়াল টেলিভিশন সম্প্রচার সুবিধা সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ ..... ৩৮৫
বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১ ..... ৩৮৯
বাংলাদেশ চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৩ ..... ৩৯৬
কেবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা আইন, ২০০৬ ..... ৪০৪

বেতার আইন ৪১৬
বাংলাদেশ বেতার কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১ ..... ৪১৬
বেসরকারি মালিকানাধীন এফ. এম. বেতারকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা-২০১০ ..... ৪২৩
কমিউনিটি রেডিও স্থাপন, সম্প্রচার ও পরিচালনা নীতিমালা-২০০৮ ..... ৪৩২

বিজ্ঞাপন ও ক্রোড়পত্র নীতিমালা ৪৪২
বিজ্ঞাপন ও ক্রোড়পত্র নীতিমালা-২০০৮ ..... ৪৪২

অনলাইন গণমাধ্যম ৪৪৯
অনলাইন গণমাধ্যম পরিচালনা (খসড়া) নীতিমালা ২০১২ ..... ৪৪৯

অষ্টম ওয়েজ বোর্ড ৪৫৭
অষ্টম সংবাদপত্র মজুরি বোর্ড এর বিস্তারিত ৪৫৭

CamScanner

পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ ..... ৫১০
বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) ৫১৫
The Indecent Advertisements Prohibition Act, 1963 ..... ৫২৬
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ ..... ৫৩০
The Official Secrets Act, 1923 ..... ৫৬৭
Special Power Act, 1974 ..... ৫৮১
The post office act. ৫৮৪
The Telegram act ৫৮৬
সাংবাদিক সহায়তা ভাতা অনুদান নীতিমালা-২০০২ ..... ৫৮৭
সাংবাদিক অনুদান ফরম ৫৯২
জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা-২০১৪ ..... ৫৯৪
বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা আইন, ২০১৮ ..... ৬০৭

CamScanner

সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা নিয়ন্ত্রণমূলক আইন

যে সকল আইন দ্বারা সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়

ইংরেজি 'জার্নাল' এবং 'ইজম' থেকে জার্নালিজম বা সাংবাদিকতার উৎপত্তি। 'জার্নাল' শব্দের অর্থ কোনো কিছু প্রকাশ করা এবং 'ইজম' শব্দের অর্থ অনুশীলন বা চর্চা করা। সে হিসেবে কোনো কিছু জনসমক্ষে প্রকাশ করার জন্য যে চর্চা বা অনুশীলন তাকে সাংবাদিকতা বলা হয়। আর যিনি সংবাদপত্রের জন্য সংবাদ সংগ্রহ করেন ও লিখেন তিনিই সাংবাদিক।

মার্কিন সাংবাদিক আর ডি ব্লুমেনফ্রেল্ডের মতে, 'যিনি সংবাদ সংগ্রহ করে তা প্রকাশ উপযোগী করেন এবং সংবাদসংক্রান্ত কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করেন তিনিই সাংবাদিক।' অস্বীকার করার উপায় নেই, বাংলাদেশ একটি অপরাধপ্রবণ দেশ এবং যথাযথ প্রতিবেদন সংবাদপত্রে প্রকাশের কারণে অপরাধপ্রবণতা কমে বলে ধারণা করা হয়। পাশাপাশি উন্নয়নমূলক ও মানবিক কাজের মাধ্যমে ভালো কাজে মানুষকে উৎসাহী করা হয়।

তবুও সাংবাদিকতাকে একটি ঝুঁকিপূর্ণ পেশা ও সংবাদপত্রকে একটি ঝুঁকিবহুল শিল্পের নাম বলা হয়। কেননা সাংবাদিক এবং সংবাদপত্র হচ্ছে গোপনীয়তার শত্রু। যেখানেই সমাজবিরোধী দুর্নীতিবাজ স্বার্থান্বেষী অশুভ চক্রের ষড়যন্ত্র, সেখানেই সাংবাদিক তৎপর হন জানমালকে বাজি রেখে। এখানে সংবাদকর্মী কিংবা সংবাদপত্র যাই লিখুক না কেন তাকে চোখ, কান সজাগ রাখতে হয় পেছনের দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখতে হয়। প্রচলিত আইনে তিনি কোন বিপদে পড়ছেন কিনা। সাদা পোশাকে সরকারি এজেন্সি তাকে ধরে নিয়ে বিচারের সম্মুখীন করার পূর্বেই আটকাদেশ দিতে পারে কিংবা সমন, ওয়ারেন্ট তার মাথায় ঝুলতে পারে, পত্রিকার ডিক্লারেশন কেন বন্ধ করে দেওয়া হবে না মর্মে জরুরি শোকজ জারি করা হতে পারে। এজন্য একজন

আদালত অবমাননা আইন, ১৯২৬

এ আইনটি সংবাদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে বাধা। একটি প্রতিবেদনকে কোনো অবস্থায় আদালত অবমাননাকর মনে করা হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা কঠিন। যে লেখা বা প্রতিবেদনকে মাননীয় আদালত অবমাননাকর মনে করবেন, তা-ই হবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অর্থাৎ আদালত অবমাননার কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। আদালত, বিচারক বা কোনো বিচারের রায় সম্পর্কে কোনো মন্তব্য বা সমালোচনা করার সুযোগ সাংবাদিকদের জন্য খুবই সীমিত।

মানহানি : লিখিত কুৎসা অপবাদ

প্রায়শই পত্রপত্রিকার খবর বা ছবিকে কেন্দ্র করে মানহানির সংবাদ শোনা যায়। রাজনীতিবিদ এবং ব্যবসায়ীরাই সাধারণ, এ ধরনের মানহানি মামলা করে থাকেন। মানহানি এমন এক ধরনের অপরাধ, যেটি ফৌজদারি ও দেওয়ানি উভয় প্রকারের হতে পারে। ফৌজদারি আদালতে মানহানি মামলা হলে অভিযুক্ত ব্যক্তি কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। পক্ষান্তরে, দেওয়ানি আদালতে মামলা হলে এবং সেই মামলায় বাদি জয়ী হলে বিবাদী থেকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে অর্থ আদায় করতে পারেন।

বাংলাদেশের দণ্ডবিধির ৪৯৯ ধারা অনুসারে যে ব্যক্তি মানহানির উদ্দেশ্যে বা মানহানিকর জেনে বা পাঠের জন্য উদ্দেশ্যমূলক শব্দাবলি বা চিহ্নাদি বা দৃশ্যমান কল্পস্মৃতির সাহায্যে কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে এমনভাবে কোনো নিন্দাবাদ প্রণয়ন বা প্রকাশ করে যে, সেই নিন্দাবাদ উক্ত ব্যক্তির সুনাম নষ্ট করবে, সেই ব্যক্তি কিছু ব্যতিক্রম অবস্থা ছাড়া উক্ত ব্যক্তির মানহানি করেছে বলে ধরা হবে।

আইনে এমন কিছু ব্যতিক্রম অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, যখন কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির নামে মানহানিকর কিছু বললে, লিখলে বা প্রচার করলেও দণ্ডবিধির ৪৯৯ ধারার অধীনে মানহানির অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হবে না। যেমন (১) জনগণের কল্যাণার্থে কারো প্রতি সত্য দোষারোপ করলে, তাতে মানহানি হবে না। (২) জনগণের প্রতি সরকারি কর্মচারীর আচরণ সম্পর্কে সদ্বিশ্বাসে অভিমত প্রকাশ করলে তা মানহানির শামিল হবে না। (৩) আদালতসমূহের কার্যবিবরণী প্রতিবেদন প্রকাশ করা মানহানির অন্তর্ভুক্ত হবে না। (৪) যে কোনো জনসমস্যা সম্পর্কে কোনো ব্যক্তির আচরণ সম্পর্কে সদ্বিশ্বাসে অভিমত প্রকাশ করা মানহানির শামিল নয়। (৫) আদালতে সিদ্ধান্তকৃত মামলার দোষ, গুণ বা সাক্ষীদের সম্পর্কে বা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আচরণ সম্পর্কে অভিমত মানহানির পর্যায়ে পড়বে না। (৬) গণঅনুষ্ঠানের অনুষ্ঠানাবলি সম্পর্কে কোনো মতামত প্রদান মানহানি নয়। (৭) কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে সদ্বিশ্বাসে কারও সম্পর্কে অভিযোগ করা হলে সেটিও মানহানি হবে না। যেমন—পুলিশের কাছে কারও ব্যাপারে সদ্বিশ্বাসে অভিযোগ। (৮) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক তার বা অন্য কারও স্বার্থ রক্ষার্থে দোষারোপ করা মানহানি নয়। (৯) গণকল্যাণার্থে সতর্কতা প্রদানের উদ্দেশ্যে কারো সম্পর্কে কিছু বলা হলে, সেটিও মানহানি হবে না।

CamScanner

উল্লিখিত আইনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মহামান্য সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ বিভিন্ন সময় একাধিক সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যা দেশের বিভিন্ন আইন ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে। সে সিদ্ধান্তগুলোও জজ কর্তৃক তৈরি আইন (Judge made law) হিসেবে নিম্ন আদালতসহ সবার উপর বাইন্ডিং বা বাধ্যতামূলকভাবে মান্য। ফৌজদারি আদালতে মানহানির মামলা দায়ের করতে হলে আগে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে প্রকাশিত সংবাদকে সত্য নয় দাবী করে প্রতিবাদ করে তা ছাপানোর জন্য পত্রিকার সম্পাদকের বরাবরে প্রতিবাদ লিপি প্রেরণ করতে হবে। সংশোধনীর আগে ফৌজদারি কার্যবিধির বিধান অনুযায়ী মানহানির মামলায় প্রথম দিনেই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ইচ্ছা করলে অভিযুক্ত আসামীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ইস্যু করতে পারতেন। কিন্তু ২০১১ সালে ১নং আইন দ্বারা ফৌজদারি কার্যবিধির তপসীল সংশোধিত হওয়ার পর এখন প্রথমে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আসামীর প্রতি সমন ইস্যু করতে পারবেন, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নয়।

উল্লেখ্য যে, মানহানির জন্য দেওয়ানি মামলাও করা যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে টাকার পরিমাণে মানহানির পরিমাপ করে প্রয়োজনীয় কোর্ট ফি প্রদান করার মাধ্যমে মামলা করতে হবে এবং এক্ষেত্রে আদালত টাকার ডিক্রি দিতে পারেন। এ ধরনের মামলাকে 'মানহানির মামলা' বলে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ (সংশোধিত-২০০৩) আইনে বাধানিষেধ :

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর ধারা ১৪ এর উপধারা (১) এ সংবাদ মাধ্যমে নির্যাতিতা নারী ও শিশুর পরিচয় প্রকাশের ব্যাপারে বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে দহনকারী, ক্ষয়কারী অথবা বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা কোন শিশু বা নারীর মৃত্যু ঘটানো বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা, পতিতাবৃত্তি বা বেআইনী বা নীতিবহির্ভূত কোন কাজে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে কোন নারীকে বা শিশুকে বিদেশ হইতে আনা বা বিদেশে পাচার বা প্রেরণ অথবা ক্রয় বা বিক্রয় বা কোন নারীকে ভাড়ায় বা অন্য কোনভাবে নির্যাতনের উদ্দেশ্যে হস্তান্তর, নারী বা শিশুকে অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়ের উদ্দেশ্যে কোন নারী বা শিশুকে আটক, নারী বা শিশুকে ধর্ষণ ও ধর্ষণের চেষ্টা এবং ধর্ষণজনিত কারণে মৃত্যু ঘটানো, নারীর আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়া, যৌন পীড়ন করা, যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানো বা জখম, ভিক্ষাবৃত্তি বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে শিশুকে অঙ্গহানি ইত্যাদি এমন সব অপরাধের শিকার হয়েছেন এমন নারী বা শিশুর ব্যাপারে সংঘটিত অপরাধ বা এ সম্পর্কিত আইনগত কার্যধারার সংবাদ বা তথ্য বা নাম-ঠিকানা বা অন্য কোন তথ্য কোন সংবাদপত্রে বা অন্য কোন সংবাদ মাধ্যমে এমনভাবে প্রকাশ বা পরিবেশন করা যাবে যাতে ঐ নারী বা শিশুর পরিচয় প্রকাশ না পায়। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর এই বিধান লঙ্ঘন করা হলে উক্ত লঙ্ঘনের জন্য দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেকে অনধিক দুই বৎসর কারাদণ্ডে বা অনূর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

CamScanner

২০১৩ সালের শিশু আইনের ৮১ ধারায় সংবাদ মাধ্যম কর্তৃক কোন গোপন তথ্য প্রকাশের দণ্ড

(১) এই আইনের অধীন বিচারাধীন কোন মামলা বা বিচার কার্যক্রম সম্পর্কে প্রিন্ট বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম অথবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোন শিশুর স্বার্থের পরিপন্থী এমন কোন প্রতিবেদন, ছবি বা তথ্য প্রকাশ করা যাইবে না, যাহার দ্বারা শিশুটিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শনাক্ত করা যায়।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) কোন কোম্পানী, সমিতি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী, সমিতি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন অনধিক ২ (দুই) মাসের জন্য স্থগিত রাখাসহ উহাকে অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপ করা যাইবে।

জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইনে সুরক্ষা :

২০১১ সালের জুন মাসে 'হুইসেলব্লেয়ার' বা 'জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১' জাতীয় সংসদে পাস হয়। আইনটির উদ্দেশ্য হলো, জনস্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে কোনো ব্যক্তি যদি সরকারি-বেসরকারি সংস্থার কোনো কর্মকর্তার অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য প্রকাশ করেন, তাকে বিশেষ সুরক্ষা প্রদান। দেশের সুশীল সমাজ এটিকে একটি 'যুগান্তকারী আইন' হিসেবে অভিহিত করেন। আইনের ২(৪) ধারায় সরকারি অর্থের অনিয়মিত ও অননুমোদিত ব্যয়; সরকারি সম্পদের অব্যবস্থাপনা; সরকারি সম্পদ বা অর্থ আত্মসাৎ বা অপচয়; ক্ষমতার অপব্যবহার বা প্রশাসনিক ব্যর্থতা; ফৌজদারি অপরাধ বা বেআইনি বা অবৈধ কার্য সম্পাদন; জনস্বার্থ, নিরাপত্তা বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বা ঝুঁকিপূর্ণ বা কোনো কার্যকলাপ; অথবা দুর্নীতিবিষয়ক তথ্য 'জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট তথ্য' বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। সরকারি চাকরিতে কর্মরত ব্যক্তির জন্য এসব তথ্য প্রদান করা জনস্বার্থে বৈধ করা হয়েছে। যিনি জনস্বার্থে এ ধরনের তথ্য প্রকাশ করেন, তাকে 'হুইসেলব্লেয়ার' বলা হয়। প্রায়ই সংবাদ মাধ্যমে 'নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক' হিসেবে এ ধরনের ব্যক্তিদের রেফারেন্স দিয়ে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করা হয়ে থাকে। হুইসেলব্লেয়ার হওয়া অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, তাই এ ধরনের ব্যক্তিদের সুরক্ষা প্রদান আবশ্যক। এ কারণে তাদের পরিচয় গোপন রাখার বিধানও আইনে রয়েছে। আইনের ৫ ধারায় বলা হয়েছে, কোনো তথ্য প্রকাশকারী জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো সঠিক তথ্য প্রকাশ করলে ওই ব্যক্তির সম্মতি ছাড়া তার পরিচিতি প্রকাশ করা যাবে না। আরো বিধান রয়েছে তথ্য প্রকাশকারীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি,

CamScanner

দেওয়ানি, বিভাগীয় মামলা দায়ের বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কোনোরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর নিষেধাজ্ঞার। তবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ভিত্তিহীন তথ্য প্রকাশ করে কাউকে হয়রানি করলে তথ্য প্রকাশকারীর বিরুদ্ধে শাস্তির বিধানও আইনে রয়েছে।

ভারতের দৃষ্টান্ত :

২০১৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর দিল্লিতে এক নারীকে ট্রেনে গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনা তখন সারাবিশ্বেই আলোড়ন তৈরি করে এবং এর বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী নিন্দার ঝড় ওঠে। কিন্তু এত আলোচিত হওয়ার পরও ধর্ষিতা মেয়েটির প্রকৃত নাম প্রকাশ করা হয়নি সংবাদ মাধ্যমে। 'দামিনী' ছদ্মনামে সংবাদ মাধ্যম তার খবর প্রচার করে। এর কারণ ভারতের দণ্ডবিধির ২২৮-ক ধারা অনুসারে ধর্ষিতার নাম-পরিচয় প্রকাশ করা একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। তবে ধর্ষিত যদি নিজে চান তাহলে তিনি নিজের নাম প্রকাশ করতে পারেন। এছাড়া প্রশাসন বা সংবাদ মাধ্যম নিজ থেকে ধর্ষিতার নাম-পরিচয় প্রকাশ্যে আনতে পারে না। অবশেষে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি ধর্ষিতার পিতা নিজ থেকে সেই ধর্ষিতা তরুণীর নাম (জ্যোতি সিং পাণ্ডে প্রকাশ করেন। এর আগ পর্যন্ত সারা পৃথিবী তার নাম জানতে পারেনি। আইনের প্রতি ভারতীয় সরকার এবং গণমাধ্যমগুলোর এ আন্তরিকতা প্রশংসাযোগ্য।

গণশান্তি নামে প্ররোচনা ও রাষ্ট্রদ্রোহ :

দণ্ড বিধির ১৪১-১৬০ এবং ৫০৫ ফৌজদারি কার্যবিধি এর ১০৮ ও ১৪৪ ধারায় শ্রেণি শত্রুতা ও গণশান্তি নামে প্ররোচনায়, শাস্তির বিধান রয়েছে। দণ্ডবিধির ১২৪-ক ও ১২৩ ধারা দুটি রাষ্ট্রদ্রোহমূলক সংবাদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আইন বলে প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করার অপরাধের শাস্তি যাবজ্জীবন, তিন বছর মেয়াদী কারাদণ্ড তদসঙ্গে অর্থদণ্ড হতে পারে। বিদ্বেষ সৃষ্টি বা সৃষ্টির উদ্যোগ না নিয়ে আইনসম্মত উপায়ে সরকারের কার্যকলাপের গঠনমূলক সমালোচনা রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধ হবে না।

অশ্লীলতা :

দণ্ডবিধির ২৯২-২৯৩ ধারার বিধান মতে অশ্লীল প্রকাশনা, প্রকাশ, প্রচার, বিক্রি, আমদানী ইত্যাদি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এর শাস্তির মেয়াদ তিন মাস পর্যন্ত, সাথে অর্থ দণ্ড বা উভয় দণ্ড হতে পারে। কোন ব্যক্তি ২০ বছরের কম ব্যক্তির নিকট অশ্লীল প্রকাশনা বিক্রয়, বিলি করলে ছয় মাস কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড কিংবা উভয় দক্ষ হতে পারে। জনকল্যাণের সীমাকে লঙ্ঘন না করে ধর্ম বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং শিল্পের উন্নয়নের জন্য যে রচনা নিবেদিত তা যত সংশোধনী হোক না কেন তা অশ্লীল নয়।

CamScanner

নির্বাচন সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতি :

দণ্ডবিধির ১৭১-ছ ধারায় নির্বাচন সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতি প্রকাশ শাস্তিযোগ্য অপরাধ। নির্বাচনের ফলকে ব্যাহত করার জন্য প্রার্থীর ব্যক্তিগত চরিত্র ও আচরণের উপর মিথ্যা কলঙ্ক লেপন করার শাস্তি যে কোন পরিমাণের অর্থ দণ্ড।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (সংশোধনী ২০১৩) :

উক্ত আইনের ধারা ৫৭ তে বলা আছে—ইলেক্ট্রনিক কর্মে মিথ্যা, অশ্লীল অথবা মানহানিকর প্রকাশ সংক্রান্ত অপরাধ ও উহার দণ্ড : (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্যকোন ইলেক্ট্রনিক বিন্যাসে এমন কোন প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট বিষয় বিবেচনায় কেউ পড়লে, দেখলে বা শুনলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ কাজে উদ্বুদ্ধ হতে পারেন অথবা যার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইনের অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে বাধা প্রদান করা হয় তাহলে তার এ কার্য হবে একটি অপরাধ।

উক্ত আইনের ধারা ৬৩-তে বলা আছে, গোপনীয়তা প্রকাশসংক্রান্ত অপরাধ ও তার দণ্ড : (১) এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ কোন কিছু না থাকলে, কোন ব্যক্তি যদি এই আইন বা তদাধীন প্রণীত বিধি প্রবিধানের কোন বিধানের অধীন কোন ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড, বই, রেজিস্টার, পত্র যোগাযোগ, তথ্য, দলিল বা অন্য কোন বিষয়বস্তুতে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইয়া, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে কোন ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড, বই, রেজিস্টার, পত্র যোগাযোগ, তথ্য, দলিল বা অন্য কোন বিষয়বস্তু অন্য কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করেন তাহলে তার ওই কার্য হবে একটি অপরাধ।

(২) কোন উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করলে তিনি অনধিক দুই বছর কারাদণ্ডে বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ :

মাঝে মাঝে কিছু টেলিভিশন, রেডিও, পত্রিকা বা সাময়িকীতে বিনোদনের নামে অশ্লীল নাচ, গানের ছবি, চলচ্চিত্র কিংবা ভিডিও ক্লিপ অহরহ প্রদর্শন করতে দেখা যায়। বিশেষ করে উঠতি বয়সের তরুণ-তরুণীদের এগুলো বেশি আকৃষ্ট করে। এতে উঠতি বয়সের তরুণ-তরুণীদের মাঝে যেমন নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ হ্রাস পাচ্ছে তেমন ইভটিজিং, যৌন হয়রানিসহ আর বিভিন্ন অপরাধের সৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের দণ্ডবিধিতে অশ্লীলতার কোন সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। তবে ব্রিটেনের সাবেক চিফ জাস্টিস ককবার্ন-এর 'হিক্লিন মামলা'র সিদ্ধান্ত অনুসারে, "যা মানুষের মনকে বিকৃত ও কলুষিত

কারও বিরুদ্ধে মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা করলে বা অভিযোগ করলে তিনি সর্বোচ্চ ২(দুই) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। কারণ কোন আইনই কাউকে হয়রানি করা হোক তা সমর্থন করে না। এই আইনের অধীন কোন অপরাধ করলে তা আমলযোগ্য এবং অ-জামিনযোগ্য।

ভোক্তা অধিকার আইন, ২০০৯ :

আজকাল অনেক টেলিভিশন, রেডিও, পত্রিকা বা সাময়িকীতে মিথ্যা বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় যা একটি শাস্তিমূলক অপরাধ। ভোক্তা অধিকার আইন ২০০৯ এর ৪৩ ধারায় বলা আছে, কোন ব্যক্তি কোন পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের উদ্দেশে-অসত্য বা মিথ্যা বিজ্ঞাপন দ্বারা ক্রেতা সাধারণকে প্রতারিত করলে তিনি অনূর্ধ্ব ১ বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ২,০০,০০০ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। তাই বিজ্ঞাপন ছাপানোর আগে তা যাচাই-বাছাই করে দেখা উচিত। তা হলে মিডিয়া ভোক্তাদের অধিকার সংরক্ষণেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে বলে মনে করি।

অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্ট-১৯২৩ :

অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্ট-১৯২৩ আইনটি একটি ঔপনিবেশিক আইন। ব্রিটিশরা ভারত শাসনের সময় তাদের স্বার্থরক্ষার্থে এই আইনটি এ দেশের জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়। এটি এমন একটি আইন যেখানে সরকারি বা দাপ্তরিক গোপনীয়তা সংক্রান্ত আইন একত্রিভূত করা হয়েছে। এতে গুপ্তচরবৃত্তি ও গোপন তথ্য আদান-প্রদানের মতো অপরাধের বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে বিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই আইনের ৩ নম্বর ধারায় কিছু কিছু কাজকে শাস্তিমূলক অপরাধ ঘোষণা করা হয়েছে। মজার ব্যাপার হলো এই আইনের জুজুর ভয় দেখিয়ে মফস্বলের এমনকি গ্রামের তহশিল অফিসের নিম্নপদস্থ কর্মচারীরাও জনগণকে কোনো প্রকার তথ্য দিতে গড়িমসি করে।

৩. নম্বর ধারায় গুপ্তচর বৃত্তির জন্য দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

(১) যদি কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা স্বার্থের প্রতি ক্ষতিকর কোনো উদ্দেশ্যে—

(ক) কোনো নিষিদ্ধ এলাকায় গমন করে কিংবা পরিদর্শন করে কিংবা নিষিদ্ধ স্থানটির কাছে যায় বা প্রবেশ করে কিংবা

(খ) কোনো নকশা, প্ল্যান, মডেল বা বিবরণ তৈরি করে, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো শত্রুর কাজে লাগানোর জন্য করা হয় বা কাজে লাগাতে পারে এই উদ্দেশ্যে করা হয়; কিংবা

(গ) কোনো গোপন সরকারি সংকেত গ্রহণ, লিপিবদ্ধ, প্রকাশ কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে তা জ্ঞাত করে, কিংবা কোনো নকশা, প্ল্যান, মডেল,

CamScanner